মানবিক সহায়তায় অত্যাবশ্যকীয় বিষয়সমূহ

এপ্রিল ২০১৮

ন্যাশনাল এ্যালায়েন্স অব হিউম্যানেটারিয়ান এ্যাক্টরস,
বাংলাদেশ (নাহাব)

মানবিক সহায়তায় অত্যাবশ্যকীয় বিষয়সমূহ

Orientation module on Humanitarian Essentials

পরিকল্পনা ও প্রকাশনা ঃ নাহাব

উন্নয়নে
আব্দুল লতিফ খান
জাহাংগীর আলম
শামনাজ আহমেদ
খালেদ হোসেন
মোস্তাগিসুর রহমান
মোহাম্মদ মহসীন
সুমন আহ্সানুল ইসলাম

স্বত্ত্ব ঃ **নাহাব**

বাসা ১৯, রোড ১২, ধানমন্ডি আ/এ, ঢাকা ১২০৯
ইমেইলঃ nahabsecretariat@gmail.com
ওয়েবঃ www.nahab.net

হারমোনি
বাসা ১৩/এ-৭/এ, বব্লক বি, বাবর রোড
মোহাম্মদপুর, ঢাকা ১২০৭

প্রকাশক ঃ নাহাব
প্রকাশ কাল ঃ এপ্রিল ২০১৮

আন্তর্জাতিক চালিকা শক্তি :

আন্তর্জাতিক চালিকা শক্তি	মানবিকতার ঘোষণাপত্রের ভিত্তি হল আন্তর্জাতিক মানবাধিকারের ঘোষণাপত্র আন্তর্জাতিক উদ্বাস্তু আইন আন্তর্জাতিক রেডক্রস ও রেডক্রিসেন্ট আন্দোলনের আচরণবিধি
আর্ন্তজাতিক রেডক্রস ও রেডক্রিসেন্ট সোসাইটি প্রণীত আচরণবিধি (Code of Conduct) আন্তজাতিক রেডক্রিসেন্ট সোসাইটি প্রণীত ১০টি আচরণবিধি রয়েছে ঃ	প্রধান পাঁচটি বিষয় পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন পুষ্টি খাদ্য সহায়তা আশ্রয় স্বাস্থ্যসেবা
✓ মানবাধিকার বিবেচনা সর্বাধিক অগ্রাধিকার পাবে। ✓ বর্ণ, গোত্র ও গ্রাহকদের জাতীয়তা নির্বিশেষে এবং কোনরূপ সুস্পষ্ট বৈষম্য ছাড়াই ত্রাণ বন্টন হবে। এবেত্রে প্রয়োজন/ চাহিদাকেই প্রাধান্য দিতে হবে। ✓ ত্রাণ কোন সুনির্দিষ্ট রাজনৈতিক বা ধর্মীয় উদ্দেশ্য প্রণোদিত হবে না। ✓ সরকারের পররাষ্ট্র নীতি দ্বারা প্রভাবিত হবে না বা আজ্ঞাবহ হবে না। ✓ সংস্কৃতি, মূল্যবোধ/ প্রথার স্বাতন্ত্রের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকতে হবে।	CHS মানবিক কর্মকান্ডে মূল আদর্শমান Core Humanitarian Standard
✓ দুর্যোগে সাড়াদানের প্রক্রিয়া গড়ে উঠবে স্থানীয় সামর্থ্যের উপর নির্ভর করে। ✓ ত্রাণ সামগ্রী বন্টন ব্যবস্থাপনায় উপকার ভোগীদের অন্তর্ভূক্ত করার প্রক্রিয়া বের করতে হবে। ✓ ত্রাণ সাহায্যের লৰ্য হবে একদিকে মৌলিক প্রয়োজনগুলি মেটানো, অন্যদিকে দুর্যোগে ভবিষ্যৎ বিপর্যয় হ্রাস করা। ✓ যাদের সহযোগিতা ও সাহায্য আমরা গ্রহন করবো,তাদের প্রতি আমাদের থাকবে	*মানবিক কর্মকান্ডে জবাবদিহিতা এবং গুণগত মূল আদর্শমান (CHS) ৯টি অঙ্গীকার করে, যেগুলো মানবিক কর্মকান্ডে নিয়োজিত সংস্থাসমূহ এবং ব্যক্তিবর্গ তাদের কাজের গুণগত মান ও কার্যকারিতা বৃদ্ধির জন্য ব্যবহার করতে পারেন। এটি একই সঙ্গে দুর্যোগকবলিত জনগোষ্ঠী ও জনগণের নিকট বৃহত্তর জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার জন্য সহায়ক। কারণ মানবিক সংস্থাগুলোর অঙ্গীকারসমূহ জানা থাকলে জনগণ ওই সংস্থাগুলোকে জবাবদিহিতার আওতায় আনতে পারবেন।*

জবাবদিহিতার মনোভাব। ✓ আমাদের তথ্য, প্রচার প্রচারণা এবং বিজ্ঞাপনী কর্মকান্ডে দুর্যোগ কবলিতদের মানবিক মর্যাদা সমুন্নত রাখবো. কানক্রমেই তারা অপদার্থ/ নৈরাশ্যজনক বলে বিবেচিত হবে না।	
দি স্ফিয়ার প্রজেক্ট **মানবিকতার ঘোষণাপত্র ও দুর্যোগে সাড়া দেয়ার ন্যূনতম মান**	মানবিক কর্মকান্ডে জবাবদিহিতা এবং গুণগত মূল আদর্শমান
প্রেৰাপট ১৯৯৭ সালে একগুচ্ছ মানবতাবাদী এনজিও এবং রেডক্রস ও রেডক্রিসেন্ট কর্তৃক স্ফিয়ারের প্রচলন হয়। তাঁরা দুর্যোগে সাড়াদানের কী ছু ন্যূনতম মান নির্ধারণ করেন এবং মানবিকতার নীতিমালার প্রতি অংগীকারাবদ্ধ হন।	মানবিক কর্মকান্ডের মূল আদর্শমান কাঠামো নিম্নরূপ: ● ৯টি প্রতিশ্রবতি ● সহায়ক গুণগত বৈশিষ্ট ● প্রতিশ্রবতিগুলো পূরণের জন্য প্রধান কাজসমূহ এবং ● সংগঠনের সকল পর্যায়ে ধারাবাহিক ও সুসংবদ্ধভাবে বাস্তবায়নে সহায়তার জন্য সংস্থার দায়িত্বসমূহ।
স্ফিয়ার কী সহযোগিতা ও সহমর্মিতার একটি বৃহত্তর পৰাটফর্ম। এবং গুণগতমান ও জবাবদিহিতার প্রতি পূর্ণ আনুগত্য প্রদর্শনের নীতিমালা।	চারটি নীতিমালা মানবিকতা: নিরপেৰতা: স্বাতন্ত্র্য (Indepnedence): পৰপাতহীনতা:
দুইটি মূল ভিত্তির উপর স্ফিয়ার প্রতিষ্ঠিত প্রথমত: দুর্যোগ ও সংঘাতে মানুষের দুর্ভোগ নিবারণে সম্ভব সকল পদৰেপ গ্রহণ করতে হবে। এবং দ্বিতীয়ত: দুর্যোগে আক্রান্ত মানুষের মর্যাদার সাথে জীবনযাপনের ও সহায়তা পাবার অধিকার রয়েছে।	

কোড অব কন্ডাক্ট

দুর্যোগকালীন ত্রাণে নিয়োজিত বিভিন্ন বেসরকারি সংস্থা (এনজিও), আন্তর্জাতিক রেডক্রস ও রেডক্রিসেন্ট আন্দোলনের জন্য আচরণবিধি

আচরণবিধি

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমে জড়িত আন্তর্জাতিক রেডক্রস ও রেড ক্রিসেন্ট আন্দোলন এবং এনজিওদের আচরণের নীতিমালা

১. প্রথমেই আসে মানবিক দায়িত্বের বিষয়টি (The humanitarian imperative comes first)

সকল ধরনের মানবিক সাহায্য গ্রহণের অধিকার এবং সাহায্য প্রদান একটি মৌলিক মানবিক নীতিমালা, যা বিশ্বের সকল দেশের নাগরিকদের জন্যই প্রযোজ্য। আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের সদস্য হিসেবে আমাদের দায়িত্ব হচ্ছে, প্রয়োজন সাপেৰে বিভিন্ন দুর্গত স্থানে মানবিক সাহায্য প্রদান করা। এ দায়িত্ব পালনের জন্য দুর্দশাপীড়িত লোকদের কাছে যাওয়ার সুযোগ থাকা বাঞ্ছনীয়। দুর্যোগের বিরৰদ্ধে লড়াই করার সামর্থ্য যাদের সবচাইতে কম, তাদের দুর্দশা দূর করাই হচ্ছে আমাদের প্রধান উদ্দেশ্য। দুর্গত মানুষদের মানবিক সাহায্য প্রদান করার বিষয়টি রাজনৈতিক বা পৰপাতমূলক নয় এবং এটিকে এভাবে দেখাও উচিত নয়।

২. ধর্ম, বর্ণ ও জাতি নির্বিশেষে সাহায্য দেয়া হয়, কোনরকম পার্থক্য করা হয় না। শুধুমাত্র চাহিদার ভিত্তিতে সহায়তার অগ্রাধিকার নির্ধারণ করা হয়। (Aid is given regardless of the race, creed or nationality of the recipients and without adverse distinction of any kind. Aid priorities are calculated on the basis of need alone)

সম্ভাব্য সকল ৰেত্রে, দুর্যোগ পীড়িত জনগণের চাহিদার পুঙ্খানুপুঙ্খ নিরূপণ ও এই চাহিদা পূরণের জন্য স্থানীয় পর্যায়ে বিদ্যমান সামর্থ্য বিবেচনা করে আমরা দুর্গতদের ত্রাণ সামগ্রী বিতরণ করবো। আমাদের পুরো কমর্সূচি জুড়েই অনুপাতের (proportionality) বিষয়টিকে বিবেচনায় রাখব। মানুষ যেখানেই দুঃখ দুর্দশায় পতিত হোক না কেন, তা দূর করার ব্যবস্থা নিতে হবে, কারণ সকল স্থানের মানুষের জীবনই সমান মূল্যবান। এভাবেই, মানুষের দুর্দশার মাত্রার উপর ভিত্তি করে আমাদের সাহায্য কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে। এই লৰ্য বাস্তবায়নের পথে দুর্যোগ আক্রান্ত নারীদের গুরৰত্বপূর্ণ ভূমিকাকে আমরা স্বীকৃতি দিচ্ছি এবং তাদের সেই ভূমিকাকে আমাদের সাহায্য কর্মসূচী যেন খাটো করে না দেখে বরং সহায়তা দেয় তা আমরা নিশ্চিত করবো। এ ধরনের বিশ্বজনীন, নিরপেৰ ও স্বাধীন নীতি তখনই বাস্তবায়ন করা সম্ভব হবে যখন ন্যায্যভাবে ত্রাণসামগ্রী বিতরণের জন্য পর্যাপ্ত সম্পদ আমাদের হাতে থাকবে এবং সকল মানুষের কাছে যাওয়ার সুযোগ থাকবে।

৩. বিশেষ কোন রাজনৈতিক অথবা ধর্মীয় মতাদর্শকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য মানবিক সাহায্য প্রদান করা হবে না (Aid will not be used to further a particular political or religious standpoint)

ব্যক্তি, পরিবার এবং কমিউনিটির চাহিদার উপর ভিত্তি করে সাহায্য দেয়া হবে। NGHA গুলোর বিশেষ কোন রাজনৈতিক অথবা ধর্মীয় মতামত থাকতেই পারে, কী ন্তু আমরা পুনরায় নিশ্চিত করছি যে, এসকল মতবাদের ভিত্তিতে কোন জনগোষ্ঠীকে সাহায্য দেওয়া হবে না। নির্দিষ্ট কোন রাজনৈতিক কী ংবা ধর্মীয় মতবাদের সর্মথন বা গ্রহনের শর্তে আমরা সাহায্য সরবরাহ বা বিতরণ করবো না বা প্রতিশ্রৰতি দেবো না।

৪. আমারা কখনই সরকারের পররাষ্ট্রনীতির হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহৃত হবো না। (We shall endeavour not to act as instruments of government foreign policy)

NGHA(Non-Govermental Humanitarian Actors) গুলো হচ্ছে সরকারের হস্তৰেপমুক্ত কতগুলো স্বাধীন প্রতিষ্ঠান। কাজেই স্বাভাবিকভাবে আমরা নিজেরাই আমাদের নীতিমালা এবং তা বাস্তবায়নের কৌশল নির্ধারণ করি। আমরা কোন সরকারের নীতিমালা বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করি না, অবশ্য আমাদের স্বাধীন নীতিমালার সঙ্গে সরকারের নীতিমালা মিলে যেতেই পারে। সচেতন কী ংবা অবচেতন, কোনভাবেই আমরা এবং আমাদের কর্মীরা মানবিক উদ্দেশ্য ব্যতীত রাজনৈতিক, সামরিক অথবা অর্থনৈতিক দিক থেকে স্পর্শকাতর কোন তথ্য সংগ্রহ করবো না, যা সরকার বা অন্যান্যদের উদ্দেশ্য পূরণ করে।

এছাড়া দাতা দেশের পররাষ্ট্র নীতির হাতিয়ার হিসেবেও আমরা কাজ করবো না। আমরা শুধু প্রয়োজনের ভিত্তিতে সাহায্যের ব্যবস্থা নিশ্চিত করবো, দাতা দেশের পণ্যসামগ্রীর উদ্বৃত্ত বিলি করার অথবা রাজনৈতিক স্বার্থ হাসিল করার জন্য মানবিক সাহায্য ব্যবহার করা যাবে না। আমরা স্বেচ্ছা শ্রম প্রদান ও অর্থায়নকে মূল্যায়ন করি এবং উৎসাহিত করতে চাই, কারণ এগুলো আমাদের কর্মকান্ডকে সাহায্য করে এবং আমাদের স্বাধীনভাবে কাজ করার সুযোগ বাড়িয়ে দেয়। আমাদের কার্যক্রমকে সকল ধরনের চাপ থেকে মুক্ত রাখা এবং স্বাধীনতা নিশ্চিত করার জন্য আমরা কোন একক উৎস থেকে অর্থ গ্রহণের ইচ্ছা পোষণ করি না।

৫. আমরা সংস্কৃতি ও রীতিনীতিকে শ্রদ্ধা করবো (We shall respect culture and custom)

যে দেশ বা কমিউনিটিতে আমরা কাজ করবো সেখানকার সংস্কৃতি, সমাজ কাঠামো এবং রীতিনীতির প্রতি আমরা সম্মান প্রদর্শন করব।

৬. স্থানীয় সামর্থ্যের উপর ভিত্তি করে আমরা দুর্যোগ কার্যক্রম প্রতিষ্ঠা করব (We shall attempt to build disaster response on local capacities)

সকল মানুষ এবং কমিউনিটিরই কী ছু সামর্থ্য ও বিপন্নতা থাকে, এমন কী দুর্যোগের সময়ও। স্থানীয় কর্মী নিয়োগ, স্থানীয় দ্রব্য সামগ্রী ক্রয় এবং স্থানীয় কোম্পানীগুলোর সঙ্গে ব্যবসায়িক লেনদেনের মাধ্যমে যেখানেই সম্ভব তাদের এই সামর্থ্যকে আমরা শক্তিশালী করব। ত্রাণ কার্যক্রম পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে আমরা স্থানীয় NGHA দের সঙ্গে পার্টনার হিসেবে কাজ করবো এবং স্থানীয় সরকার কাঠামোকেও সহায়তা করবো। জরুরি সাড়াদান কার্যক্রম পরিচালনায় আমরা যথাযথ সমন্বয়ের উপর প্রাধান্য দেব। দেশের অভ্যন্তরে ত্রাণ পরিচালনায় সরাসরি সম্পৃক্ত ব্যক্তি বা সংস্থাই এই কাজটি সবচাইতে ভালোভাবে সম্পন্ন করতে পারবে, তবে এতে জাতিসংঘের বিভিন্ন অঙ্গ সংস্থার প্রতিনিধিদেরকেও অন্তর্ভূক্ত করা উচিত।

৭. ত্রাণ কর্মসূচীর সুবিধাভোগীদেরকে ত্রাণ ব্যবস্থাপনায় অর্ন্তভূক্ত করার উপায় বের করা হবে। (Ways shall be found to involve programme beneficiaries in the management of relief aid)

দুর্যোগ সহায়তা কখনই দুর্দশাপীড়িত জনগণের উপর চাপিয়ে দেয়া উচিত নয়। সহায়তা কর্মসূচির পরিকল্পনা, ব্যবস্থাপনা ও বাস্তবায়নে দুর্গত মানুষেরা অন্তর্ভূক্ত থাকলেই কার্যকর ত্রাণ ও দীর্ঘস্থায়ী পুনর্বাসন সম্ভব হয়। তাই, ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মসূচিতে আমরা কমিউনিটির সকল মানুষের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে সচেষ্ট হবো।

৮. ত্রাণ সাহায্য অবশ্যই মানুষের মৌলিক চাহিদা পূরণের পাশাপাশী ভবিষ্যত দুর্যোগজনিত বিপন্নতা হ্রাস করতে সচেষ্ট হবে। (Relief aid must strive to reduce future vulnerabilities to disaster as well as meeting basic needs)

সকল ত্রাণ কার্যক্রম একটি দেশের দীর্ঘমেয়াদী উন্নয়নের সম্ভাবনাকে প্রভাবিত করে- তা ইতিবাচকভাবেই হোক বা নেতিবাচকভাবে। এ বিষয়টি মাথায় রেখে আমরা এমনভাবে ত্রাণ কর্মসূচি বাস্তবায়ন করার চেষ্টা করবো, যেন তা সুবিধাভোগীদের ভবিষ্যত বিপন্নতা সক্রিয়ভাবে হ্রাস করে এবং টেকসই জীবন ধারা সৃষ্টিতে সাহায্য করে। আমরা ত্রাণ কর্মসূচি পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনার সময় পরিবেশগত ইস্যুগুলোর উপর বিশেষ নজর রাখব। আমরা অবশ্যই মানবিক সাহায্যের নেতিবাচক প্রভাব কমিয়ে আনার চেষ্টা করবো, যেন সুবিধাভোগীরা বহিঃসাহায্যের উপর দীর্ঘমেয়াদে নির্ভরশীল না হয়ে পড়ে।

৯ সাহায্য গ্রহণকারী দুর্গত মানুষ এবং সাহায্য দাতা- উভয়ের কাছেই আমরা দায়বদ্ধ থাকব (We hold ourselves accountable to both those we seek to assist and those from whom we accept resources)

দুর্যোগের সময় প্রায়ই আমরা সাহায্যদাতা এবং সাহায্যগ্রহীতা উভয়ের মাঝে মধ্যস্থতাকারীর ভূমিকা পালন করি। কাজেই আমরা উভয়ের কাছেই দায়বদ্ধ থাকী । সাহায্যদাতা এবং গ্রহীতাদের সাথে আমাদের সকল কার্যক্রম খোলামেলাভাবে ও জবাবদিহিতার ভিত্তিতে পরিচালিত হবে। আর্থিক স্বচ্ছতা এবং কার্যকারিতা- উভয় দৃষ্টিকোণ থেকেই আমাদের কর্মকান্ডের প্রতিবেদন প্রকাশ করার প্রয়োজনীয়তা আমরা বুঝতে পারি। ত্রাণ সামগ্রী বিতরণের যথাযথ পরিবীৰণ এবং মানবিক সাহায্যের প্রভাব নিয়মিত নিরূপণের বাধ্যবাধকতাও আমরা স্বীকার করি। আমাদের কার্যক্রম কতটুকু প্রভাব ফেলছে বা সুফল বয়ে আনতে পারছে সে ব্যাপারে আমরা খোলাখুলিভাবে প্রতিবেদন পেশ করবো, কী কী নিয়ামক এই সুফল বৃদ্ধি করছে বা সীমাবদ্ধ করে তুলছে, তাও প্রতিবেদনে উলেøখ করবো। মূল্যবান সম্পদের অপচয় রোধ করতে উঁচু মানের পেশাজীবিতা (professionalism) এবং দৰতার উপর ভিত্তি করে আমাদের কর্মসূচিগুলো পরিচালিত হবে।

১০. তথ্য, প্রচার এবং বিজ্ঞাপন কর্মকান্ডে দুর্গতদেরকে আমরা মর্যাদাসম্পন্ন মানুষ হিসেবে উপস্থাপন করবো, অসহায় বস্তু হিসেবে নয় (In our information, publicity and advertising activities, we shall recognize disaster victims as dignified humans, not hopeless objects)

ত্রাণ কার্যক্রমের সম-অংশীদার হিসেবে দুর্যোগ পীড়িত জনগণ সবসময়ই সম্মান পাবার যোগ্য। দুর্যোগ সংক্রান্ত বার্তায় শুধুমাত্র দুর্গতদের বিপন্নতা আর ভীতির নয়, তাদের আশা-আকাঙ্খা এবং সৰমতার বিষয়গুলোর প্রতি গুরৰত্ব দিয়ে দুর্যোগ পরিস্থিতির একটি বস্তুনিষ্ঠ চিত্র আমরা তুলে ধরবো। জনগণের সাড়া পাবার জন্য আমরা গনমাধ্যমের সাথে সহযোগিতা করবো, তবে ত্রাণ কর্মসূচিকে ৰতিগ্রস্থ করে অভ্যন্তরীণ বা বাইরের চাহিদা অনুযায়ী কোন প্রচারের সুযোগ আমরা দেবো না। গণমাধ্যমে প্রচার পাবার জন্য আমরা অন্য সংস্থাগুলোর সঙ্গে প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হবো না, যদি এই প্রচারের ফলে দুর্যোগপীড়িত জনগণের সেবা অথবা আমাদের প্রতিনিধি ও সুবিধাভোগীদের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হবার আশঙ্কা থাকে।

দি স্ফিয়ার প্রজেক্ট :

দি স্ফিয়ার প্রজেক্ট মানবিকতার ঘোষণাপত্র ও দুর্যোগে সাড়া দেয়ার ন্যূনতম মান	**সাধারণ মানসমূহ** সাধারণ মান ১ : অংশগ্রহণ (Participation) সাধারণ মান ২ : প্রাথমিক নিরূপণ (Initial Assessment) সাধারণ মান ৩ : সাড়াদান (Response) সাধারণ মান ৪ : লৰ্য্যভূক্তকরণ (Targeting) সাধারণ মান ৫ : পরিবীৰণ (Monitoring) সাধারণ মান ৬ : মূল্যায়ন (Evaluation) সাধারণ মান ৭ : সাহায্যকর্মীদের যোগ্যতা ও দায়দায়িত্ব (Aid Worker Competencies &Responsibilities) সাধারণ মান ৮ : কর্মী তত্ত্বাবধান ও সহায়তা (Supervision Management & Support of Personnel)
প্রেৰাপট ১৯৯৭ সালে একগুচ্ছ মানবাতাবাদী এনজিও এবং রেডক্রস ও রেডক্রিসেন্ট কর্তৃক স্ফিয়ারের প্রচলন হয়। তাঁরা দুর্যোগে সাড়াদানের কী ছু ন্যূনতম মান নির্ধারণ করেন এবং মানবিকতার নীতিমালার প্রতি অংগীকারাবদ্ধ হন।	**সাধারণ মানসমূহ** **অংশগ্রহণ** **সহায়তা কর্মসূচির নিরূপণ, পরিকল্পনা, বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নে দুর্গত মানুষের সক্রিয় অংশগ্রহণ থাকবে।** **প্রাথমিক নিরূপণ** **প্রাথমিক নিরূপণের ফলাফল দুর্যোগ পরিস্থিতি সম্পর্কে একটি ধারণা দেয় এবং মানুষের জীবন, মর্যাদা, স্বাস্থ্য এবং জীবিকার উপর সম্ভাব্য হুমকী সম্পর্কে পরিষ্কার বিশেৱষণ তুলে ধরে। এটি সংকী ৱষ্ট কর্তৃপক্ষের সাথে পরামর্শ করে বাইরের সহায়তার প্রয়োজন আছে কী না, তা নির্ধারণ করবে এবং যদি প্রয়োজন হয়, তবে কী ধরনের সহায়তা দিতে হবে তাও নিরূপন করে।**
স্ফিয়ার কী	**সাধারণ মানসমূহ**

স্ফিয়ার একটি হ্যান্ডবুক। সহযোগিতা ও সহমর্মিতার একটি বৃহত্তর প্লাটফর্ম। এবং গুণগতমান ও জবাবদিহিতার প্রতি পূর্ণ আনুগত্য প্রদর্শনের নীতিমালা।	**সাড়াদান** **কোন এলাকা বা দেশের নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষ যদি জনগণের নিরাপত্তা ও সহায়তা প্রদানে অসমর্থ বা অনিচ্ছুক হয়, এবং যখন প্রাথমিক নিরূপণ ও বিশ্লেষণ নির্দেশ করে যে জনগণের নিরাপত্তা ও সহায়তা চাহিদা পূরণ করা হয়নি, তখন মানবিক সাড়াদানের প্রয়োজন পড়ে।** **লক্ষ্যভূক্তকরণ** **বৈষম্যহীন ও নিরপেক্ষভাবে এবং চাহিদানুযায়ী সহায়তা প্রদানের উপায়। লক্ষ্যভূক্তকরণের বিভিন্ন পদ্ধতি রয়েছে- কমিউনিটি ভিত্তিক লক্ষ্যভূক্তকরণ, প্রশাসনিক লক্ষ্যভূক্তকরণ, স্ব-লক্ষ্যভূক্তকরণ বা এসব পদ্ধতির একটি সংমিশ্রন। তবে কর্মীদের মনে রাখতে হবে স্ব-লক্ষ্যভূক্তকরণ প্রক্রিয়াতে কোন কোন বিপন্ন গোষ্ঠী বাদ পড়তে পারে।**
দুইটি মূল ভিত্তির উপর স্ফিয়ার প্রতিষ্ঠিত প্রথমত: দুর্যোগে ও সংঘাতে মানুষের দুর্ভোগ নিবারণে সম্ভব সকল পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। এবং দ্বিতীয়ত: দুর্যোগে আক্রান্ত মানুষের মর্যাদার সাথে জীবনযাপনের ও সহায়তা পাবার অধিকার রয়েছে।	**সাধারণ মানসমূহ** **পরিবীক্ষণ** **সমস্যা সমাধানে কর্মসূচির কার্যকারিতা চিহ্নিত করতে হবে এবং কর্মসূচির আরও উন্নয়ন বা প্রয়োজন অনুযায়ী শেষ করার জন্য বৃহত্তর পারিপার্শ্বিকতার পরিবর্তনগুলো নিরবচ্ছিন্নভাবে পরিবীক্ষণ করতে হবে।** **মূল্যায়ন** **মানবিক কার্যক্রমের অনুশীলন ও নীতির উন্নয়ন এবং জবাবদিহিতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে শিখন সংগ্রহের জন্য একটি নিরপেক্ষ ও সুসংবদ্ধ একটি পরীক্ষা পদ্ধতি থাকতে হবে।**
মানবিকতার ঘোষণাপত্রের ভিত্তি হল আন্তর্জাতিক মানবাধিকারের ঘোষণাপত্র আন্তর্জাতিক উদ্বাস্তু আইন আন্তর্জাতিক রেডক্রস ও রেডক্রিসেন্ট আন্দোলনের আচরণবিধি	**সাধারণ মানসমূহ** **সাহায্যকর্মীদের যোগ্যতা ও দায়দায়িত্ব** **উপযুক্ত কর্মসূচি পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নের জন্য সকল কর্মীর যথাযথ যোগ্যতা, মানসিকতা এবং অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।** **কর্মী তত্ত্বাবধান ও সহায়তা** **মানবিক সহায়তা কার্যক্রমের ফলপ্রসূ বাস্তবায়ন**

	নিশ্চিত করার জন্য সহায়তা কর্মীদের তত্ত্বাবধান ও সহযোগিতার বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে।
প্রধান পাঁচটি বিষয় পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন পুষ্টি খাদ্য সহায়তা আশ্রয় স্বাস্থ্য সেবা	ধন্যবাদ
ন্যূনতম মান **ন্যূনতম মান (Minimum standards):** এগুলো গুণবাচক। সেবা ও সহায়তার ক্ষেত্রে কমপক্ষে কতটুকু অর্জন না করলেই নয়- মানগুলো তা নির্দেশ করে। **প্রধান প্রধান সূচক (Key indicators) :** মানগুলো অর্জিত হয়েছে কী না তা বোঝার জন্য এগুলো এক ধরনের মাপকাঠি। কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য যেসব প্রক্রিয়া বা পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে, সেগুলো কতটুকু ফলপ্রসু হয়েছে তা বুঝতে এবং এগুলোর ফলাফল বা প্রভাব সংক্রান্ত তথ্য জনগণের কাছে পৌঁছে দিতে প্রধান সূচকসমূহ সহায়ক ভূমিকা পালন করে। এগুলো গুণবাচক বা পরিমাণবাচক হতে পারে।	

ত্রাণ অধিকার, খয়রাত নয় দুর্যোগে সাড়া দেবার ন্যূনতম মান Right to Minimum Standard	আশ্রয়কী বিরে বসবাসকারী মানুষের জন্য নিরাপদ ও পর্যাপ্ত পানির ব্যবস্থা করতে হবে • প্রতিদিন প্রতিজনকে বড় এক কলসী পানি দিতে হবে। • প্রতি ২৫০ জন লোকের জন্যে কমপৰে একটি করে নলকূপ/চাপকল থাকতে হবে। • আশ্রয়কী বিরে পানির কল বসাতে হবে। • প্রত্যেক পরিবারকে ২টি ১০-২০ লিটার (১ লিটার= প্রায় ১ সের)পানি আনার পাত্র ও পানি রাখার জন্যে ২০ লিটার পানি ধরে এমন পাত্র দিতে হবে।
দুর্গত মানুষ অনাহারে থাকলে পরিস্থিতি বুঝে কর্মসূচি গ্রহণ করতে হবে। পুষ্ঠি কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়নে নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা দরকার। ১. বড় একজন মানুষের জন্য প্রতিদিন ৪০০ গ্রাম চাল, ১০০ গ্রাম ডাল, ৫০ গ্রাম পেয়াজ, ২০০ গ্রাম আলু এবং ৫০ মিলি তেল প্রয়োজন। ২. মা-বাবা, তিন বাচ্চাসহ পরিবারের জন্য প্রতিদিন ১২০০ গ্রাম চাল, ২৫০ গ্রাম ডাল, ২০০ গ্রাম পেয়াজ, ২৫০ গ্রাম আলু, ২৫০ গ্রাম মিষ্টি আলু, ১৫০ মিলি তেল, ২০০ গ্রাম সুজি, ১০০ গ্রাম চিনি দেয়া দরকার। ৩. এক বছর পর্যন্ত কী শুদের প্রতিদিন ২০০ গ্রাম সুজি, ৬০০ গ্রাম খিচুড়ি, ১০ মিলি তেল, ২০০ গ্রাম সবজি, একটি আটার রৰটি ও একটি পাকা কলা দেয়া প্রয়োজন। ৪. এক-দেড় বছর বয়েসী শিশুদের ২০০ গ্রাম সুজি, ৬৫০ গ্রাম খিচুড়ি, ২০ মিলি তেল, দুইটি আটার রৰটি, ২৫০ গ্রাম সবজি ও ২টি পাকা কলা দেয়া প্রয়োজন। গর্ভবতী ও কী শুকে বুকের দুধ খাওয়াচ্ছেন এমন মা'কে স্বাভাবিকের চেয়ে ১৫-২৫% বেকী খেতে দিন। কী শু খাদ্য হিসাবে গুড়া দুধ সম্পূর্ণ বাদ দিতে হবে।	**পায়খানাগুলি দিনে-রাতে সবসময় সহজে ব্যবহারযোগ্য ও স্বাস্থ্যসম্মত হতে হবে এবং সেগুলো নিয়মিত রৰণাবেৰণ করতে হবে।** • প্রতি ২০ জন লোকের জন্য একটি পায়খানা থাকতে হবে। • নারী-পুরৰষের জন্যে আলাদা পায়খানার ব্যবস্থা করতে হবে। • থাকার জায়গা থেকে পায়খানার দূরত্ব ১০০ হাতের বেশী বা হাঁটা পথ এক মিনিটের বেশী হবে না। • সর্বসাধারণের আনাগোনার স্থানে (যেমন বাজার, বিতরণ কেন্দ্র, স্বাস্থ্যকেন্দ্র ইত্যাদি) পায়খানা স্থাপন করা যাবেনা। • পায়খানাগুলো রাত্রিকালে ব্যবহারের জন্য সেখানে আলোর ব্যবস্থা করতে হবে। • পায়খানাতে পর্যাপ্ত পানির ব্যবস্থা করতে হবে।
১. স্থানীয় সামগ্রী ও প্রযুক্তিতে পরিবেশ সম্মত আশ্রয়কেন্দ্র তৈরী করতে হবে যেন দুর্গত মানুষ সহজে ব্যবহার করতে পারে। যেখানে মানুষের ব্যক্তিগত ও পরিবারিক গোপনীয়তা রৰা করা সম্ভব হয়। **২. আশ্রয়প্রার্থী একজন মানুষের থাকার জন্য কমপৰে ৭×৫ ফুট ছাউনি দেওয়া জায়গা দিতে হবে।** **৩. আশ্রয় শিবিরে যাতে যথেষ্ট আলো-বাতাস ঢুকতে**	**আবর্জনা স্বাস্থ্যের জন্য হুমকী হবার আগেই সরিয়ে ফেলতে হবে।** **কঠিন ও চিকিৎসাকেন্দ্রের আবর্জনা থেকে নিরাপদ পরিবেশ নিশ্চিত করতে হবে।** • আবর্জনা ফেলার জায়গা বাসস্থান থেকে ৩০ হাতের মধ্যে হতে হবে। এলাকাভিত্তিক আবর্জনা ফেলার জায়গাটিও প্রতিটা বাসস্থানের ২০০ হাতের মধ্যে

পারে এবং প্রয়োজনের অতিরিক্ত রোদ সরাসরি যেনো ঘরে প্রবেশ করতে না পারে সে ব্যবস্থা করতে হবে। **৪. আশ্রয় শিবিরের ছাদ নির্মাণে শুধু পৰ্ব্বাস্টিক শীট কী ংবা তাঁবু ব্যবহৃত হলে সেগুলোকে দুই ভাঁজ করে ব্যবহার করতে হবে।**	হতে হবে। • যেখানে আশপাশে ঘরের আবর্জনা পুঁতে ফেলার জায়গা নেই সেখানে প্রতি ১০ টি পরিবারের জন্যে ১টি ১০০ লিটারের আবর্জনা ফেলার পাত্র রাখার ব্যবস্থা করতে হবে। • বাসস্থানের কাছাকাছি জায়গায় বা জনসাধারণের চলাচলের জায়গায় আবর্জনা/চিকিৎসা আবর্জনা (সুই, কাচ, গজ, ওষুধ ইত্যাদি) ফেলা যাবে না। • প্রতিটি স্বাস্থ্যকেন্দ্রে একটা করে চিকিৎসা আবর্জনা পোড়ানোর চুলা এবং ছাই ফেলার নিরাপদ গর্ত থাকতে হবে। • আবর্জনা এমন জায়গায় ফেলতে/পুঁততে হবে যেন পরিবেশ বা স্বাস্থ্যের কোনরকম সমস্যার সৃষ্টি না করে।
আশ্রয়কেন্দ্র এমনভাবে বানাতে হবে, যা দুর্গত মানুষের জন্য স্বাভাবিকভাবে বসবাসের উপযোগী এবং তাদের মর্যাদা, স্বাস্থ্য, নিরাপত্তা ও পারিবারিক শান্তির জন্য সহায়ক হয়। • আশ্রয় শিবিরের জন্যে যদি পৰ্ব্বাস্টিক শীট দেওয়া হয় তবে তা কমপৰে ০.৩৬ মিলিমিটার পুরব হবে যেন থাকার জায়গায় রোদ না ঢোকে। • আশ্রয় শিবির এমন স্থানে হতে হবে যেখানে সব ঋতুতেই যানবাহন চলাচল করতে পারে। • বর্ষাকালে যতদূর পর্যন্ত পানি উাার সম্ভাবনা থাকে তার চেয়ে কমপৰে ৩ হাত উঁচুতে আশ্রয় শিবির বানাতে হবে। • প্রতিটি পরিবারের জন্য কমপৰে একটি হারিকেন বা নিরাপদ আলো এবং রাতে চলাফেরার জন্য একটি টর্চলাইট দিতে হবে। • আশ্রয় শিবির সংলগ্ন এলাকায় এবং রাস্তায় আলোর ব্যবস্থা করতে হবে।	**সময়মত ও কার্যকরভাবে ছোঁয়াচে রোগের আক্রমণ চিহ্নিত, কারণ অনুসন্ধান ও নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। স্বাভাবিকের চেয়ে বেশী মৃত্যু ও অসুস্থ্যতার কারণ খুজে বের করতে হবে এবং সে অনুযায়ী সকলকে স্বাস্থ্যসেবা দিতে হবে।** • ডায়রিয়া, আমাশয়, টাইফয়েড ইত্যাদি পানিবাহিত ও ছোঁয়াচে রোগ প্রতিরোধ ও চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে হবে। • ছোঁয়াচে রো্গ প্রতিরোধের জন্য আশ্রয় শিবির ও দুর্গত অঞ্চলে প্রচারাভিযান চালাতে হবে। • দুর্গত অঞ্চলে সংক্রামক ব্যাধি ছড়িয়ে পড়লে স্বাস্থ্যকর্মীকে তার জন্য জবাবদিহি করতে হবে।
প্রতিটি দুর্গত পরিবারকে রান্না ও খাবার জন্য প্রয়োজনীয় বাসন-কোসন এবং ব্যাক্তিগত পরিচ্ছন্নতার কাজে লাগে এমন সামগ্রি যেমন- গামছা, সাবান দিতে হবে। • প্রত্যেককে ১ টি খাওয়ার পেৰট, একটি গৰ্বাস এবং প্রতিজনকে মাসে কমপৰে ২৫০ গ্রাম গায়ে মাখা এবং ২০০ গ্রাম কাপড় কাচা সাবান দিতে হবে। • প্রত্যেক পরিবারকে ১ টি রান্নার হাড়ি, ১টি কলসী বা বালতি, রান্নাঘরের জন্যে ১টি বটি, ২টি বড় চামচ, ২টি ১০-২০ লিটার পানি আনার পাত্র ও পানি রাখার জন্যে ২০ লিটার পানি ধরে এমন পাত্র দিতে হবে। • যে সকল জিনিসপত্র দেওয়া হবে সেগুলো ব্যবহার উপযোগী ও টেকসই হতে হবে। • কম জ্বালানি লাগে এবং কম ধোঁয়া হয় এমন মাটির	**প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যা নীতির উপর ভিত্তি করে স্বাস্থ্যসেবা দিতে হবে।** • স্থানীয়দের স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারী সকল সংস্থার মধ্যে সমন্বয় স্থাপন করতে হবে। • দুর্গত এলাকায় ও আশ্রয়কী বিরে উপজেলা স্বাস্থ্যকেন্দ্রের চিকী ৎসা সেবা থাকতে হবে। • চিকী ৎসক দলে ওরিয়েন্টেশন পাওয়া ও এমবিবিএস ডাক্তারসহ প্রকী ৰণপ্রাপ্ত সহকারী থাকতে হবে। রোগীকে ঔষধ ব্যবহারের নিয়ম ভালো করে বুঝিয়ে দিতে হবে। • সকল প্রকার ওষুধ কী শুদের নাগালের বাইরে রাখার বিষয়টি সবসময় বলতে হবে।

চুলা, (সম্ভব হলে স্থানীয়ভাবে প্রস্তুত) দিতে হবে।	
মানুষের কাছে গ্রহণযোগ্য, খাবার উপযুক্ত ও পারিবারিকভাবে ব্যবহারযোগ্য খাবার দিতে হবে। • দুর্গত মানুষের কাছ থেকে জেনে নিয়ে তাদের রবচি ও অভ্যাস অনুযায়ী খাবার দিতে হবে। • স্থানীয় ও পরিচিত খাবার্ দিতে হবে। • নিয়মিত খাদ্য প্রদান কিংবা কাজের ব্যবস্থা করতে হবে। • স্থানীয় বাজার থেকে খাদ্য কিনতে হবে।	**৬ মাস থেকে ৬ বৎসর বয়সী সকল শিশুকে টিকা দিতে হবে। শিশু, গর্ভবতী নারী ও কঠিন রোগ আক্রান্ত রোগীর যথাযথ চিকিৎসা করতে হবে।** • নবজাতক ও সকল শিশুকে টিকা দিতে হবে। খেয়াল রাখতে হবে টিকা যেন সঠিকভাবে রৰণাবেৰন করা হয়। • দুর্গত এলাকার সকল শিশুকে ভিটামিন এ খাওয়াতে হবে। এ সম্পর্কে স্বাস্থ্যকর্মীরা ব্যাপক প্রচার চালাবে। • আঘাত ও জখমের চিকী ৎসা ব্যবস্থা ও মাত্রা কমিয়ে আনতে হবে। • শিশু, গর্ভবতী ও আঘাত পাওয়া রোগীর জন্য বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের চিকী ৎসা দিতে হবে।
প্রতিটি দুর্গত পরিবারকে যথেষ্ট জ্বালানিসহ যৌথ রান্নাঘর ব্যবহারের সুযোগ দিতে হবে অথবা তাদের জন্য আলাদা চুলোর ব্যবস্থা করতে হবে। • রান্না করতে কম জ্বালানি লাগে এমন খাদ্য দিতে হবে। • নিরাপদ ও পরিচ্ছন্ন গুদাম থেকে খাদ্য সরবরাহ করতে হবে। • পচা ও নষ্ট খাদ্য মাটিতে পুঁতে ফেলতে হবে। • পারিবারিকভাবে রান্না করে খাওয়ার সুযোগ থাকলে প্রতিটি পরিবারকে একটি নিরাপদ ও হালকা চুলা দিতে হবে।	**প্রজনন স্বাস্থ্যসেবার জন্য ন্যুনতম প্রাথমিক সেবা সামগ্রী দিতে হবে।** • স্বাস্থ্যকর্মী ও স্বেচ্ছাসেবকগণ নারীদের প্রজনন স্বাস্থ্য সম্পর্কে পূর্ণ ধারণা রাখবেন এবং চিকিৎসা করবেন। • যৌন ও শিশু নির্যাতনের বিষয় সাথে সাথে আইন প্রয়োগকারীদের জানাতে হবে। • স্বাস্থ্যকর্মীগণ নবজাতক এবং ছোট শিশুদের দুগ্ধ পান ও অন্যান্য বিষয়াদি সম্পর্কে মা এবং সেবা কাজে নিয়োজিত ব্যক্তিদের যথাযথ পরামর্শ দিবেন। • দুর্যোগ কবলিত মানুষকে মনো-সামাজিক সহায়তা/পরামর্শ দিতে হবে।

মানবিক কর্মকান্ডে মূল আদর্শমান :

CHS মানবিক কর্মকান্ডে মূল আদর্শমান Core Humanitarian Standard	নয়টি অঙ্গীকার ও গুণগত বৈশিষ্ট ১. দুর্যোগকবলিত জনগোষ্ঠী ও জনগণ চাহিদা অনুযায়ী যথাযথ ও প্রাসঙ্গিক মানবিক সহায়তা পাবেন। গুণগত বৈশিষ্ট: মানবিক সহায়তা যথাযথ ও প্রাসঙ্গিক। ২. সঠিক সময়ে প্রয়োজনীয় মানবিক সহায়তায় দুর্যোগকবলিত জনগোষ্ঠী ও জনগণের অভিগম্যতা থাকবে। গুণগত বৈশিষ্ট: যথাসময়ে কার্যকর মানবিক সহায়তা। ৩. মানবিক কর্মকান্ড পরিচালনার ফলে দুর্যোগকবলিত জনগোষ্ঠী ও জনগণ নেতিবাচকভাবে প্রভাবিত হবেন না; বরং তারা অধিকতর প্রস্তুত, সহনশীল এবং কম ঝুঁকী

	প্রবণ হবেন। গুণগত বৈশিষ্ট: মানবিক সহায়তা স্থানীয় সৰমতাকে আরও শক্তিশালী করে এবং নেতিবাচক প্রভাব পরিহার করে।
মানবিক কর্মকান্ডে জবাবদিহিতা এবং গুণগত মূল আদর্শমান (CHS) ৯টি অঙ্গীকার করে, যেগুলো মানবিক কর্মকান্ডে নিয়োজিত সংস্থাসমূহ এবং ব্যক্তিবর্গ তাদের কাজের গুণগত মান ও কার্যকারিতা বৃদ্ধির জন্য ব্যবহার করতে পারেন। এটি একই সঙ্গে দুর্যোগকবলিত জনগোষ্ঠী ও জনগণের নিকট বৃহত্তর জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার জন্য সহায়ক। কারণ মানবিক সংস্থাগুলোর অঙ্গীকারসমূহ জানা থাকলে জনগণ ওই সংস্থাগুলোকে জবাবদিহিতার আওতায় আনতে পারবেন।	নয়টি অঙ্গীকার ও গুণগত বৈশিষ্ট ৪. দুর্যোগকবলিত জনগোষ্ঠী ও জনগণ তাদের অধিকার ও প্রাপ্যতা সম্পর্কে জানবেন। তথ্যসমূহে তাদের অভিগম্যতা থাকবে; এবং যে-সব সিদ্ধান্ত তাদেরকে প্রভাবিত করবে সেসব সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় তারা অংশগ্রহণ করবেন। গুণগত বৈশিষ্ট: যোগাযোগ, অংশগ্রহণ এবং মতামত নির্ভর মানবিক সহায়তা। ৫. নিরাপদ ও দায়িত্বশীল অভিযোগ ব্যবস্থাপনায় দুর্যোগ কবলিত জনগোষ্ঠী ও জনগণের অভিগম্যতা থাকবে। গুণগত বৈশিষ্ট: অভিযোগসমূহ সাদরে গ্রহণ করা এবং আমলে নেওয়া। ৬. দুর্যোগকবলিত জনগোষ্ঠী ও জনগণ সমন্বিত এবং সম্পূরক সহায়তা পাবেন। গুণগত বৈশিষ্ট: মানবিক সহায়তা সমন্বিত এবং সম্পূরক।
CHS মানসমূহের প্রধান উপাদান ও অঙ্গীকারগুলোকে সংকলিত করেছে। CHS নিম্নলিখিত আদর্শমানগু বিশ্বব্যাপী আলোচনা প্রক্রিয়ার একটি ফসল। এটি মানবিক কর্মকান্ডের প্রচলিত আদর্শলোকে বিবেচনায় রেখে প্রণীত হলেও শুধু এগুলোর মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়: ● The Code of Conduct for The International Red Cross and Red Crescent Movement and NGOs in Disaster Relief; ● The 2010 HAP Standard in Accountability and Quality Management; ● The People In Aid Code of Good Practice in the Management and Support of Aid Personnel; ● The Sphere Handbook Core Standards and the Humanitarian Charter; ● The Quality COMPAS; ● The Inter-Agency Standing Committee Commitments on Accountability to Affected People/Populations (CAAPs); and ● The Organisation for Economic Co-operation and Development's (OECD) Development Assistance Committee (DAC) Criteria for Evaluating Development and Humanitarian Assistance	নয়টি অঙ্গীকার ও গুণগত বৈশিষ্ট ৭. দুর্যোগকবলিত জনগোষ্ঠী ও জনগণ উন্নততর সেবা প্রাপ্তি প্রত্যাশা করবেন, যেহেতু সংস্থাগুলো কর্মঅভিজ্ঞতা এবং জনগণের মতামত থেকে ক্রমাগত কী ৰা গ্রহণ করবে । গুণগত বৈশিষ্ট: মানবিক সংস্থাগুলো প্রতিনিয়ত অভিজ্ঞতা অর্জন এবং কার্যক্রমকে উন্নত করে। ৮. দুর্যোগকবলিত জনগোষ্ঠী ও জনগণ যোগ্য এবং সুসংগঠিত কর্মী ও স্বেচ্ছাসেবীদের কাছ থেকে তাদের প্রয়োজনীয় সহায়তা পাবেন। গুণগত বৈশিষ্ট: কর্মীগণ যাতে কার্যকরভাবে কাজ করতে পারেন সেজন্য তাদের সঙ্গে ন্যায্য ও সমতাভিত্তিক আচরণ ও সহায়তা করা। ৯. দুর্যোগকবলিত জনগোষ্ঠী ও জনগণ প্রত্যাশা করতে পারবেন যে মানবিক সহায়তা সংস্থাগুলো কার্যকর ও যথাযথভাবে এবং নৈতিকতা বজায় রেখে সম্পদ ব্যবস্থাপনা করবে। গুণগত বৈশিষ্ট: উদ্দিষ্ট কার্য সম্পাদনের জন্য দায়িত্বশীলতার সঙ্গে সম্পদ ব্যবস্থাপনা এবং ব্যবহার করা।
মানবিক কর্মকান্ডে	জবাবদিহিতা জবাবদিহিতা হল দায়িত্বশীলতার সঙ্গে ৰমতা ব্যবহারের

জবাবদিহিতা এবং গুণগত মূল আদর্শমান	প্রক্রিয়া– যেখানে বিভিন্ন স্বার্থ সংশিৰষ্ট ব্যক্তিবর্গ এবং যারা প্রাথমিকভাবে এই ধরনের ৰমতা প্রয়োগে প্রভাবিত হয় তাদেরকে বিবেচনায় নেওয়া হয় এবং তাদের কাছে জবাবদিহি নিশ্চিত করা হয়।
মানবিক কর্মকান্ডের মূল আদর্শমান কাঠামো মানবিক কর্মকান্ডের মূল আদর্শমান হল দুর্যোগে ৰতিগ্রস্ত জনগোষ্ঠী ও জনগণের প্রতি মানবিক সহায়তা কাজে যুক্ত সংস্থা ও ব্যক্তিবর্গের ৯টি প্রতিশ্রবতির সমাহার। এতে বলা হয়েছে মানবিক কর্মকান্ডে সহায়তা প্রদানকারী সংস্থা এবং ব্যক্তিবর্গের কাছে দুর্যোগে ৰতিগ্রস্ত জনগোষ্ঠী ও জনগণ কী প্রত্যাশা করতে পারেন। প্রতিটি প্রতিশ্রবতি একটি গুণগত বৈশিষ্ট দ্বারা সমর্থিত। এটি প্রতিশ্রবতি পূরণের জন্য মানবিক সহায়তা সংস্থা এবং এর কর্মীদের কর্মপন্থা নির্দেশ করে। মানবিক কর্মকান্ডের মূল আদর্শমান কাঠামো নিম্নরূপ: ● ৯টি প্রতিশ্রবতি ● সহায়ক গুণগত বৈশিষ্ট ● প্রতিশ্রবতিগুলো পূরণের জন্য প্রধান কাজসমূহ এবং ● সংগঠনের সকল পর্যায়ে ধারাবাহিক ও সুসংবদ্ধভাবে বাস্তবায়নে সহায়তার জন্য সংস্থার দায়িত্বসমূহ।	গুণগত মান মানবিক সহায়তার সামগ্রিক দিক– যা সময়মতো, সন্তুষ্টি বা প্রয়োজন ও প্রত্যাশা পূরণ এবং অভীষ্ট জনগণের মর্যাদার প্রতি সম্মান প্রদর্শনের সৰমতা বাড়াতে সাহায্য করে।
নীতিসম্মত মানবিক কর্মকান্ড মানবিকতা: যেখানেই ঘটুক না কেন মানুষের দুর্ভোগ অবশ্যই লাঘব করা উচিত। মানবিক কর্মকান্ডের উদ্দেশ্য হল জীবন ও স্বাস্থ্য রৰা এবং মানবিক মর্যাদা নিশ্চিত করা। ● নিরপেৰতা: শুধুমাত্র প্রয়োজন বিবেচনায় মানবিক সহায়তা কার্যক্রম পরিচালিত হওয়া উচিত, জাতীয়তা, বর্ণ, লিঙ্গভিত্তিক বিভাজন, ধর্মীয় বিশ্বাস, শ্রেণি এবং রাজনৈতিক মতাদর্শের ভিত্তিতে কোনো প্রকার বৈষম্য না করে সবচেয়ে দুর্দশাগ্রস্তদেরকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। ● স্বাতন্ত্র্য : কোনো এলাকায় মানবিক কর্মকান্ড (অবশ্যই) একই এলাকায় কর্মরত অন্য কোনো সংস্থার রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামরিক অথবা অন্য কোনো উদ্দেশ্য পূরণের জন্য (কোনোভাবেই) ব্যবহৃত হবে না। ● পৰপাতহীনতা: মানবিক কর্মকান্ডে যুক্ত ব্যক্তি ও সংগঠনগুলো অবশ্যই সংঘাতে কোনো পৰ নেবে না বা রাজনৈতিক, বর্ণবাদী, ধর্মীয় এবং আদর্শের দ্বন্দ্বে জড়াবে না।	মানবিক কর্মকান্ড মানবসৃষ্ট সংকট এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময়ে ও পরে জীবন বাঁচানো, দুর্ভোগ লাঘব ও মানুষের মর্যাদা রৰার উদ্দেশ্যে গৃহীত কর্মকান্ড। একইভাবে এই সব সংকট ও দুর্যোগ প্রতিরোধ ও প্রস্তুতিতে গৃহীত কর্মকান্ড।

জরুরী অবস্থায় মানসিক চাপ ব্যবস্থাপনা :

জরুরী অবস্থায়
মানসিক চাপ ব্যবস্থাপনা

প্রাতিষ্ঠানিক চাপ

জরুরী অবস্থা মোকাবেলার পরিকল্পনার অভাব বা পরিকল্পনাটি অভিজ্ঞতার আলোকে করা হয়নি।

অস্পষ্ট উদ্দেশ্য

পরস্পর বিরোধী নীতিমালা বা নির্দেশনা

প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে দ্বন্দ্ব বা অহিতকর প্রতিযোগিতা

কর্মীর জন্য অপ্রতুল সহায়তা এবং সরঞ্জাম

কর্মীর কাজের স্বীকৃতি নাই বা খুবই কম

প্রতিষ্ঠানে চাপ ব্যবস্থাপনা একটি গৌন বিষয়

মানসিক চাপ

আমরা ধরেই নিয়েছি 'মানসিক চাপ' হচ্ছে অতিরিক্ত কাজের বোঝার একটি নেতিবাচক প্রতিক্রিয়া। আসলে 'মানসিক চাপ' হচ্ছে সাড়াপ্রদানে নিয়োজিত কর্মীর সীমিত সময়ের মধ্যে কাজ শেষ করার একটি স্বাভাবিক মনো-জাগতিক প্রতিক্রিয়া। অনেকে তো মানবিক সাড়াদানে নিয়োজিতদের 'মানসিক চাপ' খুঁজে বেড়ানোর দায়ে অভিযুক্ত করেন, তাঁরা নাকী অত্যন্ত প্রতিকূল পরিবেশে ঝুঁকী যুক্ত কাজ সম্পাদনের দায়িত্ব গ্রহণের জন্য মুখিয়ে থাকেন।

মানসিক চাপের লৰণ

- শারীরিক প্রতিক্রিয়া
- মানসিক প্রতিক্রিয়া
- মনো-সামাজিক প্রতিক্রিয়া
- আচরণগত প্রতিক্রিয়া
- আধ্যাত্মিক/দার্শনিক প্রতিক্রিয়া

কোথা থেকে চাপ আসে

- পরিবেশ-পরিস্থিতি
- সাংগঠনিক পরিবেশ
- সামাজিক ও পারস্পরিক ঘটনা প্রবাহ
- ব্যাক্তিত্বের পীড়ন
- করীরবৃত্তীয় বিষয়াবলী
- মানসিক বিষয়াবলী

প্রাথমিক স্তরে চাপ ব্যবস্থাপনা

১. নিয়মিত ব্যায়াম ২. পুষ্টিকর খাওয়া-দাওয়া ৩. পর্যাপ্ত বিশ্রাম ও ঘুম ৪. ইতিবাচক বিনোদন ৫. দাপ্তরিক ও পারিবারিক জীবনের ভারসাম্য

মানসিক চাপ কয়েক ধরনের হতে পারে

- **প্রাত্যহিক চাপ**
- **পুঞ্জীভূত চাপ**
- **গুরবতর ঘটনার চাপ**

ধন্যবাদ

সহায়তা কর্মীর যোগ্যতা ও দায়িত্বাবলী :

উপযুক্ত কর্মসূচির পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নের জন্য সকল কর্মীর যথাযথ যোগ্যতা, মানসিকতা এবং অভিজ্ঞতা রয়েছে।

প্রধান সূচক

- সহায়তা কর্মীর প্রাসঙ্গিক কারিগরি যোগ্যতা ও স্থানীয় সংস্কৃতি ও প্রথা সম্পর্কে জানাশোনা আছে এবং/অথবা পূর্বের দুর্যোগের অভিজ্ঞতা আছে। কর্মীরা মানবাধিকার ও মানবিকতার নীতির সাথেও পরিচিত।
- দুর্গত জনগোষ্ঠীর নিজেদের ভিতরের এবং আশ্রয়দানকারী গোষ্ঠীর সাথে দুর্গত জনগোষ্ঠীর সম্ভাব্য বিরোধ ও দ্বন্দ্বের উৎস সম্পর্কে কর্মীরা অবগত। তারা মানবিক সহায়তার বিভিন্ন দিক সম্পর্কে সচেতন এবং বিপন্ন জনগোষ্ঠীর প্রতি যথাযথ মনোযোগ দেয়।
- কর্মীরা নিপীড়নমূলক, বৈষম্যমূলক বা অবৈধ কর্মকা- চিহ্নিত করতে পারে এগুলো থেকে দূরে থাকে।

১. **যেসব বিষয়ে কর্মীদের সচেতন হওয়া দরকার :** সংকটকালে যেসকল সহিংস অপরাধ বেড়ে যায়, (এবং নারী ও ছোট ছেলে মেয়েদের উপর পরিচালিত সকল ধরনের বর্বরতা ও ধর্ষণ সহ) সেসব বিষয়ে কর্মীদের সচেতন হওয়া দরকার। ধর্ষণ ও হয়রানির আশংকা নারীদেরকে বাধ্য করে সৈনিক অথবা ৰমতাশালী পুরৰষদের সাথে মৈত্রী স্থাপনে। অল্প বয়সী ছেলেদের যোদ্ধাবাহিনীতে বাধ্যতামূলক অন্তর্ভুক্তির ঝুঁকী থাকে। মাঠকর্মী ও সহযোগীদের জানতে হবে কী ভাবে মানবাধিকার লংঘনের কী কার নারী, পুরৰষ ও কী শুদের সহায়তার জন্য প্রেরণ করতে হবে, এবং ধর্ষণ ও যৌন সহিংসতার কী কারদের জন্য মানসিক পরামর্শ, চিকী ৎসা ও জন্মনিরোধক সেবা প্রদানের প্রক্রিয়ার সাথে পরিচিত হতে হবে।

২. **কর্মীদের বুঝতে হবে যে**, ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব ও দুর্যোগে সাড়াদান কর্মসূচির অধীনে মূল্যবান দ্রব্যসামগ্রী বিতরণের ৰমতা তাদের ও সরবরাহ কাজে নিয়োজিত অন্যান্যদের আশেপাশের মানুষের চেয়ে ৰমতাবান করে তুলেছে। কর্মীদের এ বিষয়ে সচেতন থাকতে হবে, কেননা এই ৰমতা দুর্নীতি ও নিপীড়নের কাজে ব্যবহার হতে পারে। নারী ও কী শুরা প্রায়ই অবমাননাকর, অবদমনমূলক ও শোষণমূলক ব্যবহারের কী কার হয়, এটা কর্মীদের মনে রাখতে হবে। মানবিক সহায়তা পাবার বিনিময়ে যৌন কর্মের প্রয়োজন নেই এবং সহায়তা কর্মীরা এ ধরনের বিনিময়ের সাথে কোনভাবেই জড়িত হবে না। বাধ্যতামূলক শ্রম ও নিষিদ্ধ মাদকের ব্যবহার ও ব্যবসার মতো কাজও সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।

কর্মীদের তত্ত্বাবধান, ব্যবস্থাপনা ও সহায়তা

মানবিক সহায়তা কার্যক্রমের ফলপ্রসূ বাস্তবায়ন নিশ্চিত করার জন্য সহায়তা কর্মীদের তত্ত্বাবধান ও সহযোগিতা করা হয়।

প্রধান সূচকসমূহ

- কর্মীদের সহায়তা করা, আচরণবিধি মেনে চলা ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য এবং গৃহিত সিদ্ধান্তের জন্য ব্যবস্থাপকবৃন্দ দায়ী থাকেন।
- কারিগরী ও ব্যবস্থাপনা কর্মীদেরকে তাদের দায়িত্ব যথাযথভাবে পালনের জন্য প্রয়োজনীয় প্রকী ৰণ, সম্পদ ও সরঞ্জামাদির সরবরাহ করা হয়।
- কর্মীদের যে কাজ সম্পাদনের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে, সে কাজের উদ্দেশ্য ও পদ্ধতি তারা বোঝে এবং তাদের সম্পাদিত কাজের উপর নিয়মিত ফিডব্যাক দেয়া হয়।
- সকল কর্মীকে লিখিত দায়িত্ব বিবরণী দেওয়া হয়, যাতে একটি পরিষ্কার প্রতিবেদন নীতিমালা সংযুক্ত থাকে এবং তাদের দৰতা মূল্যায়নের জন্য সময়ে সময়ে লিখিত পরীৰা নেওয়া হয়।
- যে এলাকা ও পরিবেশে তারা কাজ করছে, তার সাথে প্রাসঙ্গিক স্বাস্থ্য ও সুরৰা বিষয়ক ইস্যুগুলোর সাথে সকল কর্মীকে পরিচিত করা হয়।
- কর্মীরা যথাযথ নিরাপত্তা ওরিয়েন্টেশন পায়।
- কর্মীদের দৰতা বাড়ানোর ব্যবস্থা থাকে এবং এটি নিয়মিত পরিবীৰণ করা হয়।

- দীর্ঘস্থায়ীত্ব নিশ্চিত করার জন্য জাতীয় এবং স্থানীয় সংগঠনসমূহের দৰতা বৃদ্ধি করা হয়।

১. **সকল পর্যায়ের ব্যবস্থাপক**দের দায়িত্ব হলো কর্মসূচি ও সংশিৱষ্ট নীতিমালা বাস্তবায়নের পদ্ধতিসমূহ প্রতিষ্ঠা করা ও/বা সচল রাখা এবং আচরণবিধি মেনে চলা নিশ্চিত করা। কী ছু কী ছু সংস্থার কর্মী ও সংগঠনিক আচরণ বিষয়ক এমন কী ছু নিয়মনীতি এখনই আছে যা কী শু সুরৰা বা যৌন নির্যাতন ও হয়রানির মতো বিষয়গুলোর সাথে সম্পর্কী ত। যেহেতু এই ধরনের নিয়মের গুরৰত্ব বিপুলভাবে স্বীকৃত, অনেক মানবিক সংগঠনই আচরণবিধি তৈরির প্রক্রিয়ার মধ্যে আছে। এ ধরনের নীতির প্রতি সকলের আনুগত্য নিশ্চিত করার জন্য ব্যবস্থাপনাতে জবাবদিহিতা একটি গুরৰত্বপূর্ণ বিষয়।

২. **মানবিক সংস্থাগুলো** কর্মীদেরকে কোন জরৰরি পরিস্থিতিতে কাজের জন্য নিয়োগ করার আগে নিশ্চিত করবে যে তাদের যোগ্যতা, দৰতা, যথাযথ ওরিয়েন্টেশন ও প্রস্তুতির কোন ঘাটতি নেই। জরৰরি টিম মোতায়েনের সময় সংগঠনগুলো আরও নিশ্চিত করবে যে কর্মী ও স্বেচ্ছাসেবকদের মধ্যে নারী-পুরৰষের ভারসাম্য রৰা করা হয়েছে। কর্মীরা তাদের দায়িত্বাবলী সম্পূর্ণভাবে পালন করতে পারছে এটি নিশ্চিত করার জন্য চলমান সহায়তা ও ওরিয়েন্টেশন প্রয়োজন হতে পারে।

৩. কর্মস্থলে নিয়োজিত করার আগে ও সেখানে পৌঁছার পর কর্মীদের নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য বিষয়ে যথাযথ নির্দেশনা দিতে হবে। নিয়োগের পূর্বেই তাদেরকে টিকা এবং ম্যালেরিয়া প্রোফাইলেক্সিস চিকী ৎসা (যেখানে প্রয়োজন) দিতে হবে। কর্মৰেত্রে পৌঁছানোর পর তারা নিরাপত্তা ঝুঁকী কমিয়ে আনার উপায়, খাদ্য ও পানি সুরৰা, এইচআইভি/এইডস ও অন্যান্য সংক্রামক মহামারী প্রতিরোধের উপায়, চিকী ৎসা সেবা প্রাপ্তি, চিকী ৎসার জন্য স্থানান্তরের নীতিমালা ও পদ্ধতি এবং কর্মীদের ৰতিপূরণ সম্পর্কে তথ্য ও নির্দেশনা পাবে।

৪. **বিশেষ উদ্যোগ :** একটি সংগঠনের বিভিন্ন স্তরে বৈচিত্র্য আনার জন্য বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করা উচিত।

৫. **সামর্থ্যবৃদ্ধি** (Capacity building)**:** দুর্যোগের পর পুনর্বাসন পর্যায়ে দৰতাবৃদ্ধি একটি সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য। এটা যতদূর সম্ভব দুর্যোগের সময় বা ত্রাণ বিতরণকালেও গ্রহণ করা যেতে পারে, বিশেষ করে দুর্যোগ যখন দীর্ঘস্থায়ী হয়।